হার্জ
দুঃসাহসী টিনটিন
লাল বোম্বেটের গুপ্তধন
আ ন ন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

লাল বোম্বেটের গুপ্তধন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

লাল বোম্বেটের গুপ্তধন

লাল বোম্বেটের গুপ্তধন

সিরিয়াস জাহাজের আসন্ন সমুদ্রযাত্রা নিয়ে হরেক কল্পনা চলছে। এ-ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন যে এই সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য আসলে গুপ্তধন উদ্ধার করা।

মিঃ টিনটিন ?
হ্যাঁ ।

কাগজে দেখলুম, আপনারা লাল বোম্বেটে র‍্যাকহ্যামের গুপ্তধন উদ্ধার করতে চলেছেন । সত্যি ?
সত্যি । কিন্তু...

সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের সঙ্গে যাব । গুপ্তধনের অর্ধেক পেলেই আমি খুশি হব । এই দেখুন আমার কার্ড ।

সত্যিই এটা আপনার নাম ?
বিলক্ষণ ।

দ্যাখো ক্যাপ্টেন...

যাচ্চলে !

রেড র‍্যাকহ্যাম

কিন্তু আপনার সঙ্গে সেই জলদস্যু রেড র‍্যাকহ্যামের সম্পর্ক কী ?

রিরিরিং

মিঃ টিনটিন, গুপ্তধনের অংশ চাই । আমিই হচ্ছি সেই লাল বোম্বেটের একমাত্র জীবিত বংশধর !
না না, আমি !
না না, আমি !
আমি !
ও নয়, আমি !
কেউ নয়, আমি ! এই তার প্রমাণ !

আমার উপরে ছেড়ে দাও।
যা করবার, আমি করছি।

আপনারা সবাই লাল বোম্বেটের বংশধর ?

আর আমি হচ্ছি লাল বোম্বেটের হত্যাকারী সার ফ্রান্সিস হ্যাডকের বংশধর। এবং এখনো আমার...

ধমনীতে বইছে পূর্বপুরুষের টগবগে রক্তধারা !

সব কটাকে আমি খুন করব।
কী ব্যাপার ?

ব্যাপার কী হে ?
সবাই হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে কেন ?

তাই তো, পালাচ্ছে কেন ?
সেই কথাই তো ভাবছি।

এই নে তোদের ঠিকুজি আর কুলুজি !

সব ব্যাটাকে তাড়িয়েছি !

রিরিরিং
আবার ?
আমি দেখছি...

টিনটিন ? ওপর থেকে বইখাতা পড়ে আমাদের কী অবস্থা হয়েছে দ্যাখো ।
!

তাই তো !
ভিতরে এসো !

রিরিরিং
?

মিঃ টিনটিনের সঙ্গে কথা বলতে চাই ।

কেন, তুমিও কি লাল বোম্বেটের বংশধর ?
কী ?

তুমিও কি রেড র‍্যাকহ্যামের বংশধর ?
আচ্ছা !

কী নাম তোমার ?
জোরে বলুন । কানে কম শুনি ।

কী নাম তোমার ?

চলে গেছেন কিন্তু আমি যে ? মিঃ টিনটিনকে কিছু জরুরি কথা বলতে এসেছিলুম ।

আমিই টিনটিন । কী চান আপনি ?
সেই কথাই তো বলতে এসেছি ।

আমার নাম কাথবার্ট ক্যালকুলাস
আচ্ছা

আচ্ছা নয়, কাথবার্ট ক্যালকুলাস ! তা আপনি যে গুপ্তধনের খোঁজে সমুদ্রে যাচ্ছেন, হাঙরের কথা ভেবেছেন কি ?
হাঙর ?

না না, হাঙরের কথা বলছি। আপনারা তো ডুবুরি হয়ে জলে নামবেন তখন হাঙর এলে কী করবেন ভেবেছেন ?
কিন্তু...
সেইজন্যেই আমি এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছি, যাতে হাঙরের ভয় থাকে না। সেটা আপনাকে দেখাব।
কিন্তু আমি যে...
আমার বাড়ি খুব কাছেই...
কিন্তু আমি এখন খুব ব্যস্ত...
বেশ তো, ওঁরাও আসুন না।
সময় নেই ! সময় নেই !
বেশ তো, তা হলে চলুন।
আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি।
আমরাও খুশি !
না না, আমার নাম ক্যালকুলাস।
আর মাত্র একটা তলা...
এই দেখুন।...
এই যন্ত্রে বুড়বুড়ি তোলার ব্যবস্থা আছে !
এটা হল কোট-ঝাড়াইয়ের যন্ত্র।
দিব্যি দেখতে।

ওতে কোট-ঝাড়াই হয় । সদ্য আবিষ্কার করছি ।
গেলুম !
মরলুম !
বাঁচাও !

বাঁচাও !
আধ মিনিটের মধ্যেই কোটের ধুলো ঝেড়ে সাফসুতরো করে দেয় ।

মারব । ব্যাটাকে মেরেই ফেলব ।

আমার সঙ্গে চালাকি ? রসিকতা বার করে দিচ্ছি !

নতুন কোটপ্যান্ট কিনে দিতে হবে...বুঝলে ?
হ্যাঁ, ওটা তো ঝাড়াইয়েরই যন্ত্র !

কিন্তু এ-যন্ত্রটা আরও মজার । এই হাতলটা ঠেললেই...

...দেওয়াল থেকে বিছানা নেমে আসে
!!!

আরে, লোক দুটো যে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল !

দ্যাখো কী করেছ ! দ্যাখো !

কীভাবে বিছানাটা আবার
দেওয়ালে ঢুকিয়ে দিতে হয় ?

কিন্তু ওই লোক দুটো বিছানায় বসে
ছিল কেন ?
মহা ছেলেমানুষ দেখছি !

আর এই হচ্ছে সমুদ্রের
তলায় নামবার যন্ত্র ।

আসলে এটা সাবমেরিনের মতন । ইলেকট্রিক মোটরে চলে । অক্সিজেন
থাকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে ।

এখন দেখুন, কীভাবে
এটা চালাতে হয়...

?
ঝড়াং !

আরে, আমার যন্ত্রটা নষ্ট করল কে ?
নিশ্চয় শত্রুপক্ষের লোক !

না, প্রোফেসর ক্যালকুলাস !
এতে হবে না !
দুজনের বসবার মতো জায়গা
চাই ? বেশ তো !

প্রোফেসর ক্যালকুলাস, আপনার মেশিন আমরা চাই না ।
চমৎকার !

ওই কথাই রইল, আট দিনের মধ্যেই ছোট্ট একটা মেশিন আমি বানিয়ে দেব...

দিন কয়েক বাদে...
একটা ডুবুরির পোশাক পেলেই এখন রওনা হওয়া যায় । কোথাও পাচ্ছি না ।

দ্যাখো, দ্যাখো !
আরে, তাই তো !

ডুবুরির পোশাক চাই ।
বেশ তো, আসুন ।

এই দেখুন...

কিন্তু মনে রাখবেন, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু !
?

এ-কথা বলছেন কেন ?
বলছি, কেননা আপনারা গুপ্তধনের সন্ধানে চলেছেন ।

জানলেন কী করে ?
মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায় ।

সে কী রে বাবা, আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছ ?
না তো !

ওরে ব্বাবা !

মুখটা এমন লম্বাটে দেখাচ্ছে কেন ?

আয়নার জন্যে । এই আয়নায় আবার উলটো-ব্যাপার ।
তাই তো !

দেখি তো, এই আয়নায় মুখটা ঠিক স্বাভাবিক দেখায় কি না !

যাচ্চলে !

এখন সাত বছর আমার দুর্ভাগ্য চলবে !
তা ছাড়া এই আয়নাটার দাম দশ শিলিং !

আর হ্যাঁ, জেনে রাখুন, গুপ্তধন বলে কোথাও কিচ্ছু নেই ।
ও-সব কথা ছেড়ে বলুন যে, ডুবুরির পোশাকটার দাম কত ।

দশ পাউন্ড !
ভাল কথা । আজই বিকেলে আমরা এটা নিয়ে যাব ।

গুপ্তধন কিন্তু পাচ্ছেন না !
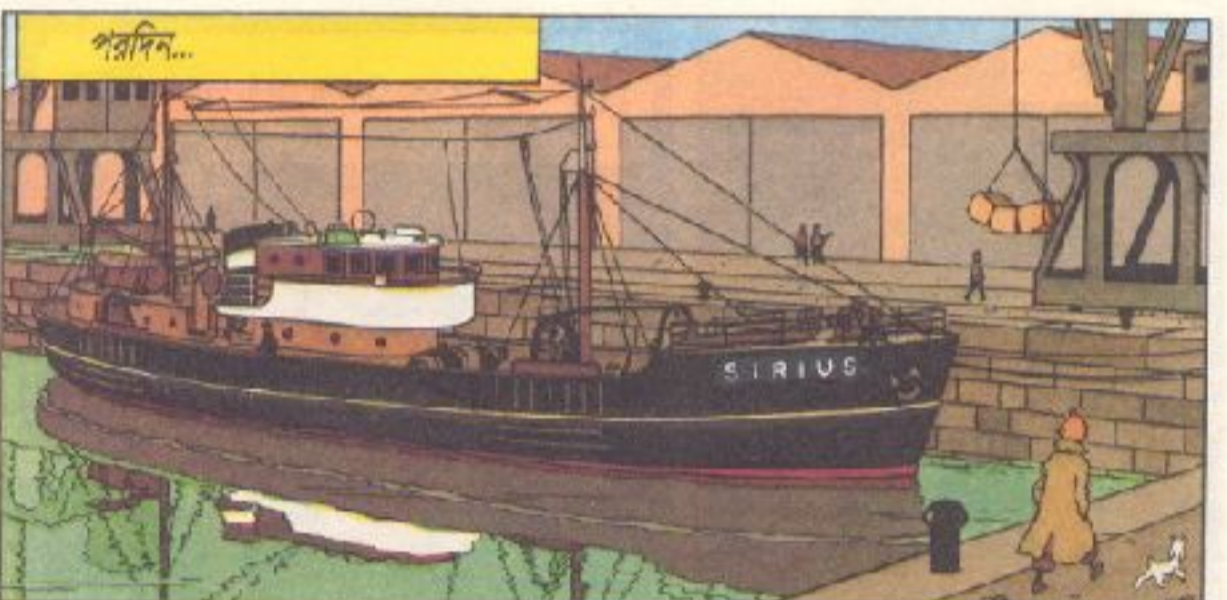
পরদিন...
SIRIUS

সুপ্রভাত ক্যাপ্টেন । খবর ভাল তো ?
খুব খারাপ !

ভীষণ খারাপ ! আমি অসুস্থ... ফ্লু হয়েছে...এবং যা বলবার তা সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আমি যাচ্ছি না !
!

সে কী ? সত্যি ?
হ্যাঁ সত্যি । যাওয়ার ঠিক আগের দিনই কিনা আয়না ভাঙল । না হে, আমি যাচ্ছি না !

ডক্টর এ লীচ

প্রিয় ক্যাপ্টেন,
তোমার শরীর পরীক্ষা করে বুঝতে পারছি যে, সর্বরকম মদ্যপান তোমাকে বন্ধ করতে হবে । নইলে তুমি বাঁচবে না ।

কানে তো শুনতে পান না ! চোখে দেখতে পান তো ? তা হলে দেখুন
আপনার মেসিন
আপনার মেসিন আমরা চাই না
যাক, এতক্ষণে লোকটা বুঝেছে !
আশা করি ।
ক্যাপ্টেন, আয়না ভেঙে তুমি নাকি এতই ভয় পেয়ে গেছ যে, গুপ্তধন উদ্ধারে যেতে চাইছ না ?
ভয় ?
আমি ভয় পেয়েছি ? আমি ? তা হলে জেনে রাখো, ভয় কাকে বলে, আমি জানি না । আমি...আমি যাবই !
উঃ !
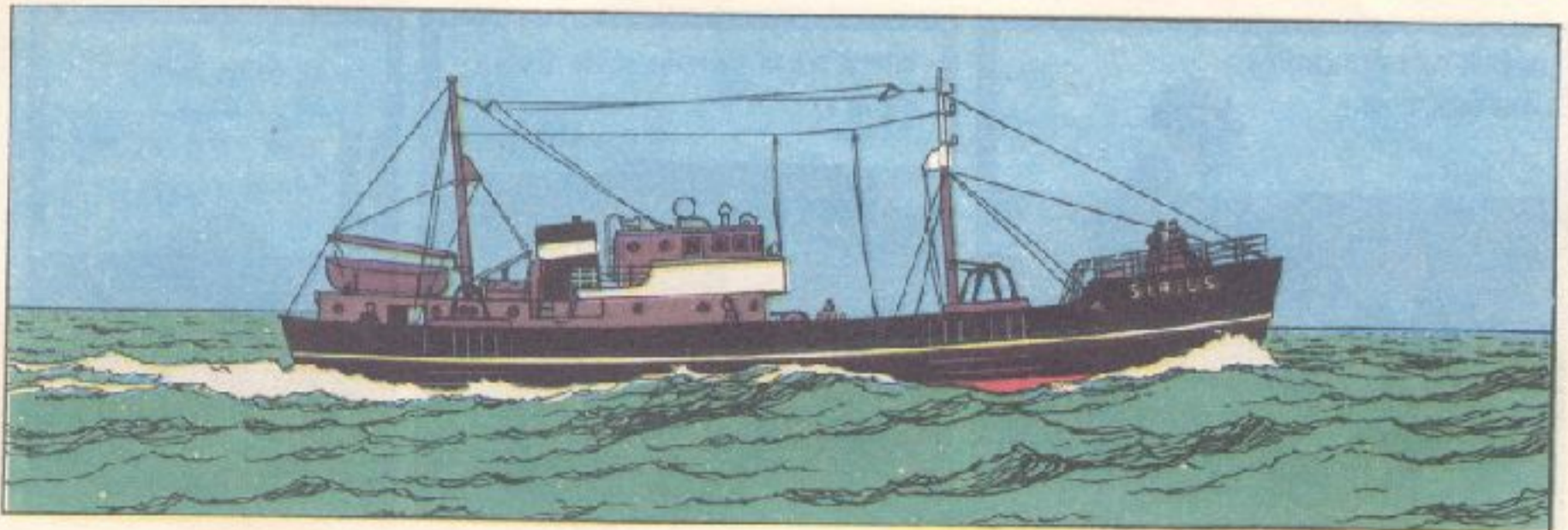
যাক, শেষ পর্যন্ত রওনা, হওয়া গেল !
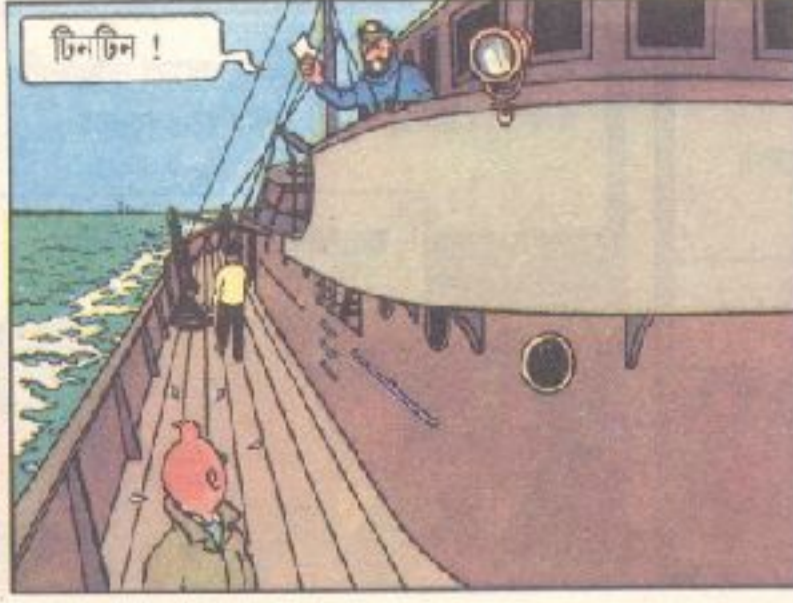
টিনটিন !

একটা বেতার বার্তা...

"বন্দর থেকে সিরিয়াস জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলছি ! গতি কমান ! একটা মোটরবোট আপনাদের দিকে যাচ্ছে !"
এর মানে কী ?

সত্যিই একটা মোটরবোট আসছে !
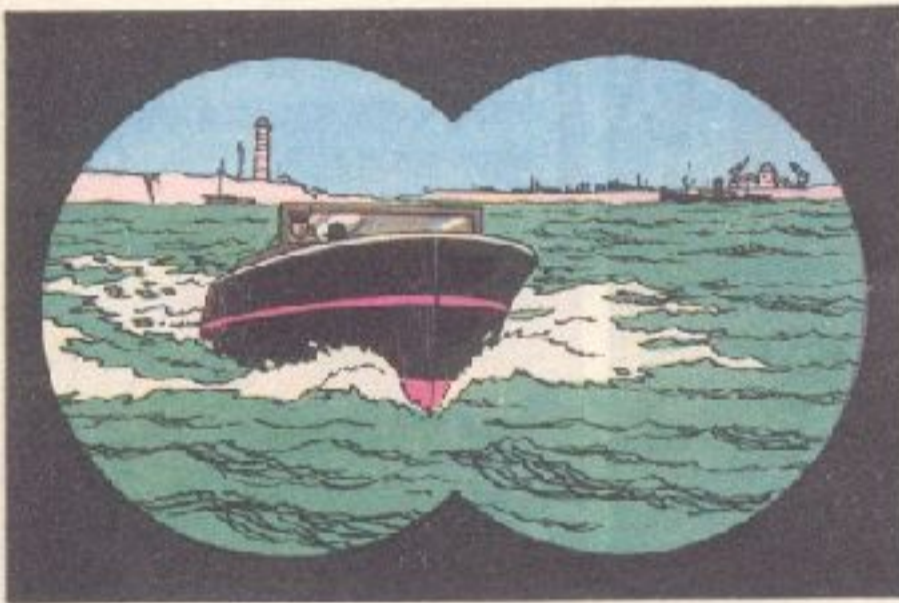
প্রোফেসর ক্যালকুলাস নয় তো ?
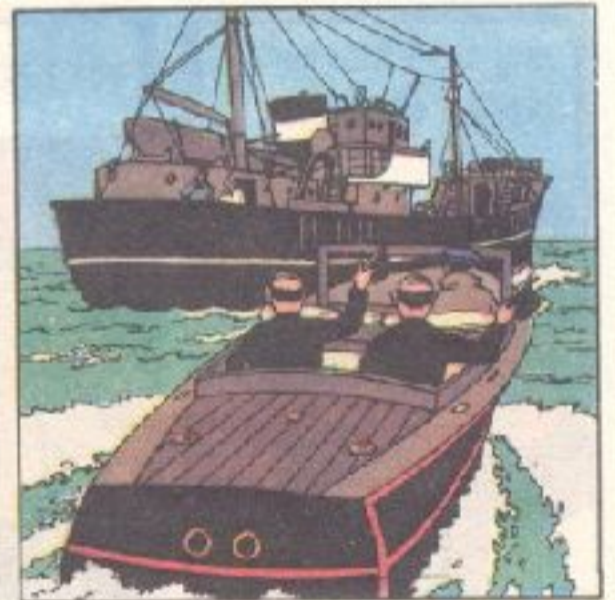
না, জনসন আর রনসন ।
ব্যাপার কী ?

আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব ।
কেন ?

ওপরওয়ালার আদেশ । তোমাদের রক্ষা করতে হবে ।
রক্ষা করতে হবে ! কার কাছ থেকে ?

ম্যাক্স বার্ডের কাছ থেকে। কাল রাত্তিরে তাকে সন্দেহজনকভাবে তোমাদের জাহাজের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল।
তাকে আমি ভয় পাই না !

তা হয়তো ঠিক। তবে কিনা, আমরা কাছাকাছি থাকলে তোমরা আরও নির্ভয় হতে পারবে।
হ্যাঁ, আরও নির্ভয় হতে পারবে।

সামনের দিকে দুটো বাঙ্ক খালি আছে। তাতেই তোমাদের চলে যাবে তো ?
নিশ্চয়, নিশ্চয় !

ক্যাপ্টেন !...ক্যাপ্টেন !

ক্যাপ্টেন, এ আর সহ্য হয় না !
কী ?

কুট্টুসটা মহা চোর। পুরো এক বাক্স বিস্কুট চুরি করেছে !
অসম্ভব !
কুট্টুস ?

একটু আগেই তাকে আমি দেখেছি ! ওই ওদিকে !
কোথায় গেল কুট্টুস ?

কুট্টুস !...কুট্টুস !...

কোথাও দেখতে পাচ্ছি না ! তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, এমন কাণ্ড আর কখনও হবে না !
ভাল।

আমাদের কেবিনটা সামনের দিকে, তাই না ?
হ্যাঁ।

এক্ষুনি পোশাক পালটে মাল্লাদের সঙ্গে ভিড়ে যাব।
ঠিক।

আমাদের হাবভাব একেবারে মাল্লাদের মতো হওয়া চাই।

এই যেমন মাল্লারা তো তামাকপাতা চিবোয়, আমরাও চিবোব। এই নাও...

সামনে যে অনেক নৌকো...ধাক্কা না লাগে।
সাইরেন বাজাও, তাহলেই ওরা সরে যাবে।

ভো-ও-ও-ও-ও
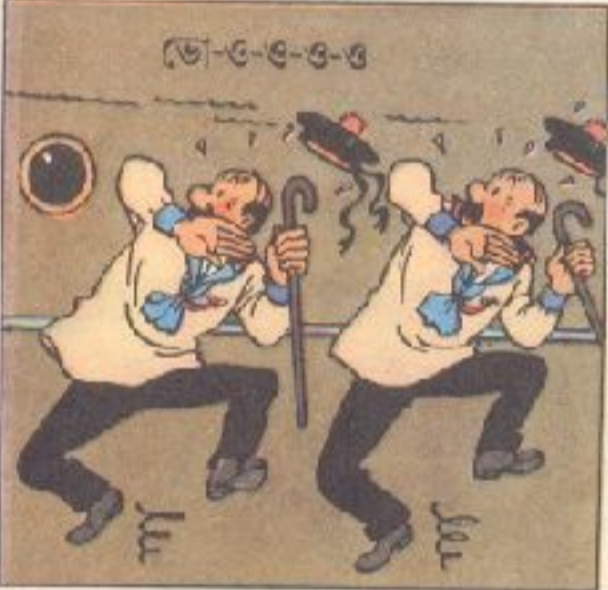
তামাকপাতা গিলে ফেলেছি!
আমিও!

পরদিন...
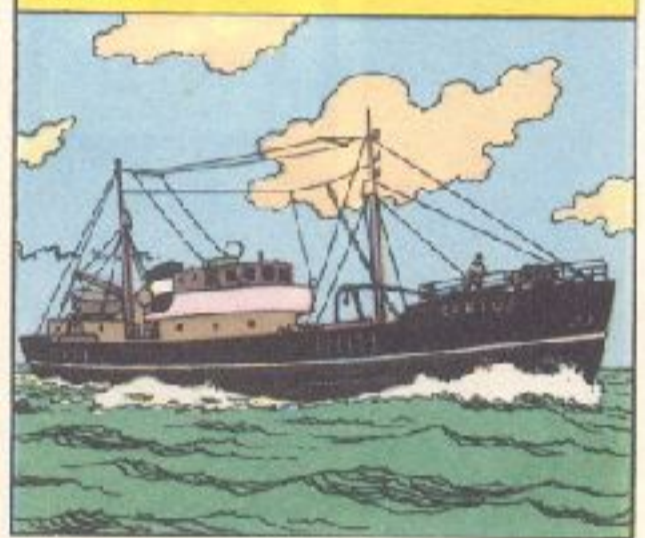
নাঃ, আর পারা যায় না!

কাল বিস্কুট চুরি হয়েছিল! আজ চুরি হয়েছে আস্ত একটা মুর্গি!
নিশ্চয়ই কুট্টুস!

কুট্টুস!...
কুট্টুস!...
কোথায় লুকোল?
কুট্টুস!

কুট্টুস!...কুট্টুস!

কুট্টুস ! ...কুট্টুস ! ...কোথায় লুকিয়ে আছিস ?

তুমি স্বচক্ষে ওকে মুর্গি চুরি করতে দেখেছ ?
তা অবশ্য দেখিনি, তবে কিনা আমার সন্দেহ হয়...

সে তো আমাদেরও সন্দেহ হয় যে তুমি নিজেই মুর্গিটাকে সাবড়ে দিয়ে এখন কুট্টুসের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ !

সেইদিন রাত্রে...
শুভরাত্রি ! কুট্টুসের উপরে একটু চোখ রেখো !
শুভরাত্রি ! নিশ্চয় রাখব ! ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না !

চোর !
...তুমি চোর !

জনসন আর রনসনের গলা !

কী ব্যাপার ?
!
!

ও আমার বালিশ চুরি করেছে !
না, ওই বরং আমার কম্বল চুরি করেছে !

এই বয়সে তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করতে লজ্জা করে না ? ছি ছি !

যাই, শুয়ে পড়ি !

সর্বনাশ হয়েছে
?

কী ব্যাপার ক্যাপ্টেন ?
ব্যাপার গুরুতর ! আমার হুইস্কির বোতল বেপাত্তা !

বেপাত্তা ? নিশ্চয় কেউ লুকিয়ে রেখেছে । সে তোমার ভালই চায় ।

ভাল চায় ? তাকে ধরতে পারলে আমি ছাল ছাড়িয়ে নেব !

সকালবেলা খোঁজা যাবে । বড্ড ঘুম পেয়েছে । শুতে চললুম ।

তুমি ঘুমোও ! আমি জানি আমি কী করব !

NO

OLD SCOTCH WHISKY

আরে ! হুইস্কির বাক্সে এটা আবার কী ?
OLD SCOTCH WHISKY

NO ENTRY

ঠক...
ঠক...
ঠক

টিনটিন, টিনটিন, শিগগির এসো, ভয়ানক কাণ্ড...

খোলের মধ্যে কে যেন একটা বোমা লুকিয়ে রেখেছে !

জাহাজের খোল থেকে নতুন এক বোতল হুইস্কি আনতে গিয়ে দেখি, বাক্সের মধ্যে বোমা !

এইখানে...সাবধান !

ওই বাক্সটার মধ্যে !
NO ENTRY

সাবধান !...কাছে যেও না !
না-গেলে ব্যাপারটা বুঝব কী করে ?

কী ?

ইস্পাতের পাত !

ইস্পাতের পাত ?
NO ENTRY

তাই তো ! তবে তো এটা বোমা নয় !
তা তো নয়ই ! আর একটা বাক্স খোলা যাক !

আরে, এখানেও ইস্পাতের পাত !

এটাতেও...
ইস্পাতের পাত !

হুইস্কির বদলে ইস্পাত ? কে এ-কাজ করল ? তাকে পেলে হয় !

এসো ক্যাপ্টেন ! রাত হয়েছে, ঘুমোনো যাক ! সকালে এ নিয়ে ভাবা যাবে !

পরদিন সকালে...

যাই হোক, এ-কাজ কুট্টুসের নয় ! ও-বেচারা বিস্কুট কি মুর্গি সরাতে পারে, কিন্তু হুইস্কি নিশ্চয় সরাবে না ! কী বলো ?

আরে !
যাচ্চলে, ও-রকম করছিস কেন ?
কী করেছিস তুই ? বাপ্,
এ যে হুইস্কির গন্ধ !
কোথায় হুইস্কি পেলি ? চল, দেখিয়ে দে আমাকে !
বেশ তো...চ..চলো... তু-তুমিও যাবে নাকি ?
? ?
দ্যা-দ্যাখো !
বোতলটা ওই ওপরে ভাঙা হয়েছিল !
কে ভাঙল ? চলো, তল্লাশি চালাই !
এই দ্যাখো !
এ-কাজ কে করল ? তাকে ধরতে পারলে হয় !
শ্‌শ্ !...শোনো !
ঘররর...ঘোত...
ঘররর ঘোত...
কেউ ঘুমুচ্ছে এই লাইফ-বোটটার মধ্যে ?
কোথা দিয়ে ঢুকল ?
এই যে, এইদিক দিয়ে ঢুকেছে !
কিন্তু কে লোকটা ?
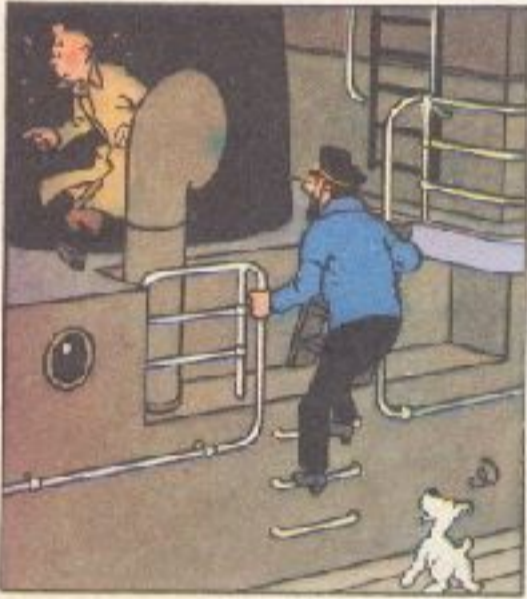
!
আরেব্বাস ! এ যে...

ঘররররর...ঘোত...
ঘররর...ঘোত...
BISCUITS

এই...ওঠো...
ওঠো...

আমার হুইস্কি...হুইস্কি
কোথায় গেল ? বলো । জবাব দাও !

তা সত্যি বলি, এখানে একটু অসুবিধে
হচ্ছে, একটা কেবিন পেলে ভাল হত !

কেবিন ? তোমাকে আমি সুমুদ্দুরে ছুঁড়ে
ফেলে দেব ! কোথায় আমার হুইস্কি ?

কেন, এই জাহাজেই আছে !
আছে ? উঃ, বাঁচলুম !

তবে কিনা টুকরো টুকরো করে রেখেছি !
টুকরো টুকরো ? হুইস্কি
কি টুকরো টুকরো করবার
জিনিস ?

নিশ্চয়ই ! টুকরো-টুকরো না-করে ওটাকে
আনব কী করে ? অগত্যা অনেকগুলো
টুকরো করে ফেললুম !

হুইস্কি কোথায় ? জবাব দিচ্ছ
না কেন ? হুইস্কি কোথায় ? কী,
জবাব দিচ্ছ না কেন ?
হুইস্কি কোথায় ?
আরে না...

এ হল রওনা হবার আগের রাত্তিরের কথা । জাহাজে
সার-সার কতগুলো বাক্স দেখলুম ।
ব্যস, তার থেকে বোতলগুলোকে সরিয়ে
ফেলে আমার যন্ত্রটাকে টুকরো-টুকরো করে
তার মধ্যে ভরে ফেললুম ।

গণ্ডার ! বেজি ! জলহস্তী !
জিরাফ ! তোমাকে আমি সমুদ্দুরে
ফেলে দেব ! হ্যাঁ, দেবই !

ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন, ধন্যবাদ ! এই স্বাগত অভ্যর্থনার কথা আমি চিরকাল মনে রাখব ।

দিন কয়েক বাদে...
SIRIUS

দ্যাখো, নিশানা অনুযায়ী ঠিক এখানেই আমাদের আসবার কথা । যে-দ্বীপের পাশে ইউনিকর্ন ডুবেছিল, এবারে খুব শিগগিরই তার দেখা পাব...
কোনও ম্যাপে কি দ্বীপটা নেই ?

দূর দূর, ম্যাপে এ-সব ছোটখাটো দ্বীপের ছবি থাকে না । এসো, দূরবীন কষে দেখা যাক ।

কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না...তুমি পাচ্ছ ?
কিচ্ছু না ।

কী, কিছু দেখতে পাচ্ছ ?
না । যে প্রথম ওই দ্বীপ দেখবে তাকে প্রচুর খাওয়াব !

ওই তো !

কই ? কোথায় সেই দ্বীপ ? আমি তো কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না ।

সে কী ? ওই তো হাঙর !

এখনও সেই দ্বীপের দেখা নেই ! অদ্ভুত ব্যাপার !
দ্বীপটার নাম কী ?
কী করে বলব ? কোনও ম্যাপেই তো এর উল্লেখ নেই ।
অথচ তুমি জানো যে, সেই দ্বীপের কাছাকাছি আমরা এসে গেছি ?
নিশ্চয় । অঙ্কের হিসেব তো তা-ই বলছে ।
কিন্তু তোমার অঙ্কে তো ভুলও হতে পারে ?
ও, তোমার তা-ই ধারণা ? বেশ, তা হলে যাও, আমার কেবিনে গিয়ে কাগজপত্তর দেখে তুমি নিজেই নাহয় অঙ্কটা কষে দ্যাখো ! কী, দাঁড়িয়ে আছ কেন ? যাও !
আচ্ছা ক্যাপ্টেন, একটু আগে জল থেকে যেটা লাফিয়ে উঠল, ওটা কি মাছ ?
না মাছ নয়, একটা রেলগাড়ি ! যত্ত সব !
আশ্চর্য ! আমি ভেবেছিলুম ওটা অন্য-কিছু !
মিনিট কয়েক বাদে...
ক্যাপ্টেন, কিছু মনে কোরো না, তোমার অঙ্কে সত্যিই ভুল হয়েছিল । আমার হিসেবে আমরা ঠিক এই জায়গায় আছি ।
ঠিক কথা । তা হলে তো টুপি খুলতে হয় ! ওহে, সবাই টুপি খোলো !
কেন, কেন, টুপি খুলব কেন ?
চুপ !
?
?
বলছি...
কিন্তু ক্যাপ্টেন টুপি খোলবার কারণটা একটু বুঝিয়ে বলবে তো ?

তোমাদের হিসেব সত্যি হলে বুঝতে হবে যে, আমরা এখন ওয়েস্টমিনস্টার গির্জার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি ! সেই জন্যেই টুপি খুলতে বলেছিলুম ! যত্ত সব !

কোথায় সেই দ্বীপ ? কোথায় ?
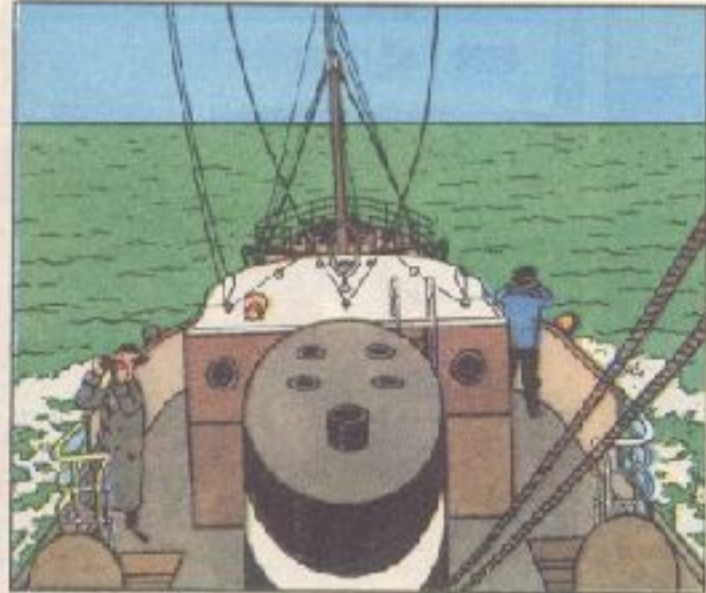
কে জানে আমার পূর্বপুরুষের এটা একটা ঠাট্টা কি না ।
তা-ই তো ! কিন্তু বড্ড বিচ্ছিরি ঠাট্টা !

দাঁড়াও, আমার কেবিন থেকে যন্ত্রটা একবার নিয়ে আসি ।

ঠিক আছে, এবারে হিসেবটা কষে ফেলি ।

ল্যাটিচিউড ২০°৩৭'৪২" উত্তর । লঙ্গিচিউড ৭০°৫২'১৫" পশ্চিম । ভাল কথা । এখন আমাদের ল্যাটিচিউড ওই একই, আর লঙ্গিচিউড হচ্ছে ৭১°২'২৯" পশ্চিম ।

অর্থাৎ, জায়গাটা আমরা পেরিয়ে এসেছি, অথচ কিছুই আমাদের চোখে পড়েনি । তা হলে ? এ কি মামদোবাজি নাকি ?

ক্যাপ্টেন, আমি বুঝতে পেরেছি ।
!

কী বুঝতে পেরেছ ?
কোন মধ্যরেখা অনুযায়ী তুমি অঙ্ক কষেছ ? নিশ্চয়ই গ্রিনউইচ মেরিডিয়ান ?

বাঃ, তা-ই তো করতে হয় ।
কিন্তু সার ফ্রান্সিস হ্যাডক যদি ফরাসি চার্ট ব্যবহার করে থাকেন ? তা হলে তো শূন্য হবে প্যারিস মেরিডিয়ানে । এবং সেটা হচ্ছে গ্রিনউইচের দু ডিগ্রি পুবে ।

আরে, তাই তো, তা হলে তো আমরা বড্ড বেশি পশ্চিমে চলে এসেছি । জাহাজের মুখ ঘোরাও !

জাহাজের মুখ ঘোরাও !
?
ব্যাপার কী, আমরা ফিরে যাচ্ছি নাকি ?
হ্যাঁ, অধ্যাপক ক্যালকুলাস, আমরা ফিরেই যাচ্ছি ।
ও তাই বলুন, আমি ভাবলাম আমরা বুঝি ফিরে যাচ্ছি ।
যাক, তা হলে ফিরে যাচ্ছি না ।
সেইদিন সন্ধ্যায়...
হুররে ! ওই যে বজ্র-দ্বীপ !
এই সন্ধেবেলায় আর দ্বীপে যাব না । কাল সকালে ওখানে যাওয়া যাবে ।
ঠিক !
পরদিন সকালে...
ডিঙিটাকে ডাঙায় তুলে আনো । আমি এই দ্বীপটাকে বেশ ভাল করে দেখতে চাই ।

দুম !
আরে, কী হল ক্যাপ্টেনের ?
কী হল ? বন্দুক চালালে কেন ?
ওই খোঁটাটায় ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেলুম, আর বন্দুকটাও অমনি ছুটে গেল !
উঃ !
উঃ !
ভয় পেও না ! ব্যবস্থা করছি !
উঃ !
এই যে...
বাবা গো !
গেলুম !
মরলুম !
এসো তো, দুজনে মিলে এই খোঁটাটাকে তুলে ফেলি !
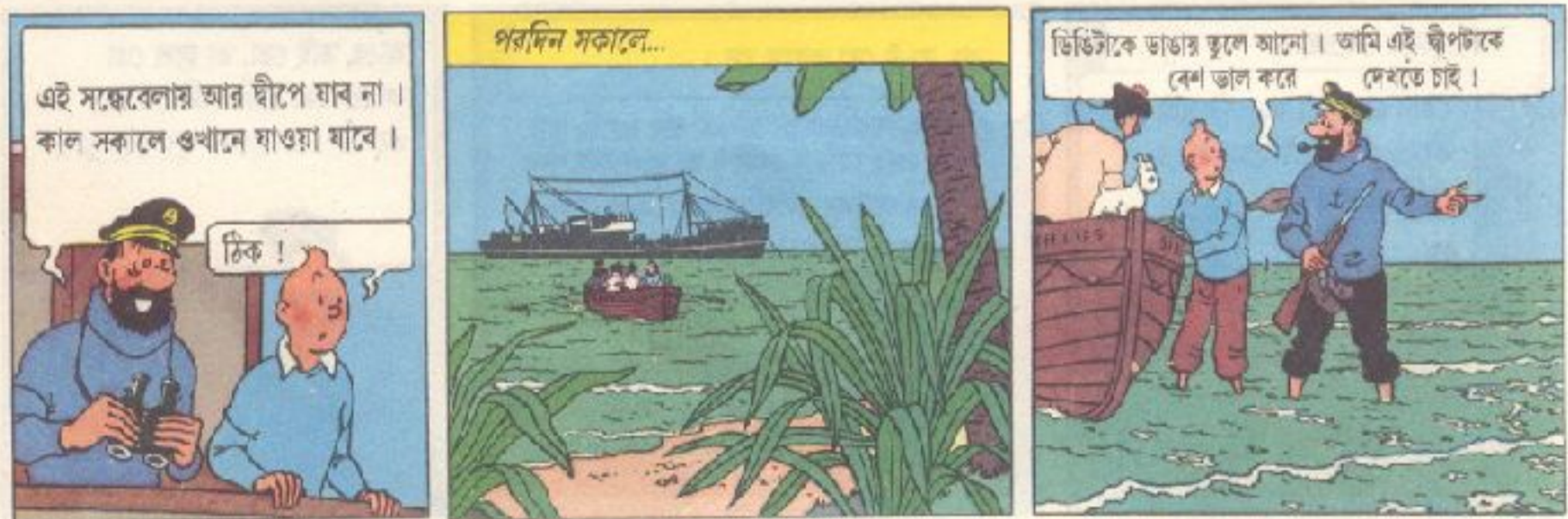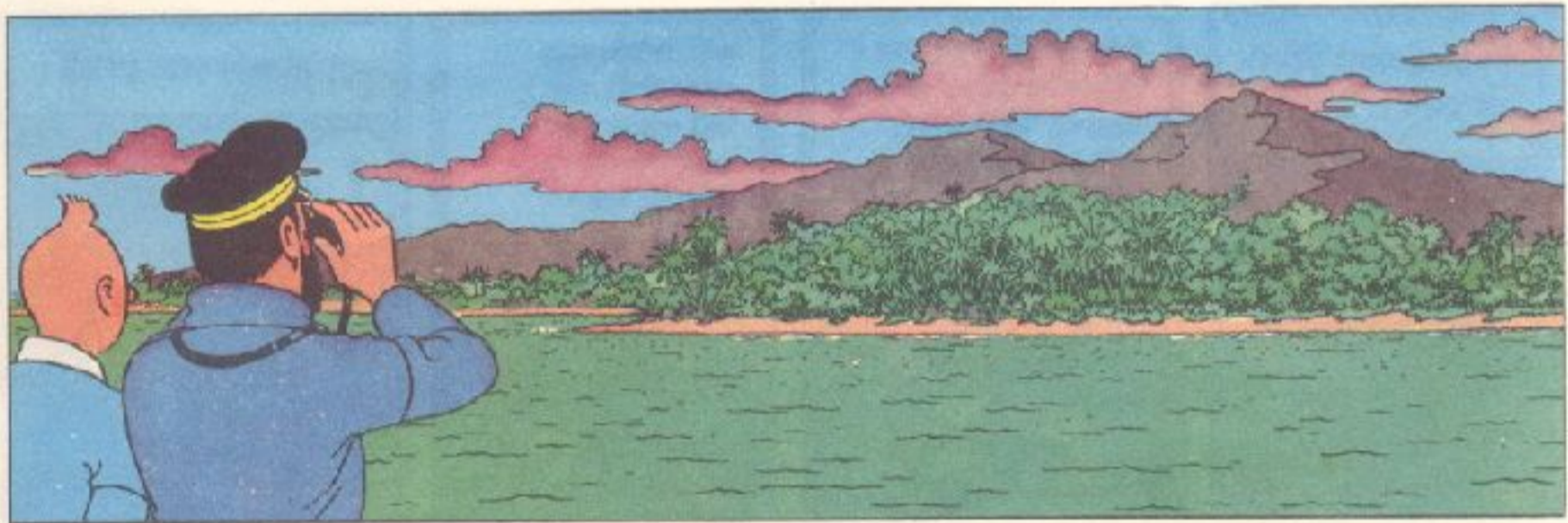
আরে, ওটা আবার কী ?

স্যার ফ্রান্সিস হ্যাডক যে ডিঙিতে করে এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছিলেন, তার ধ্বংসাবশেষ...

অর্থাৎ এই দ্বীপের কাছের সমুদ্রের তলাতেই রয়েছে লাল বোম্বেটের গুপ্তধন। নাও, সবাই এবারে জুতো পরো। তারপর এগোনো যাক।

ভৌ ভৌ !
কুট্টুস ! চেঁচাচ্ছে কেন ?

?
!

এই হাড় তুমি কোথায় পেলে ? চলো, জায়গাটা দেখিয়ে দাও !

বাব্বাবা ! ইউনিকর্নে বিস্ফোরণের ফলে যারা মারা পড়েছিল, এগুলি নিশ্চয় সেই জলদস্যুদের মাথার খুলি আর হাড় !
না, ক্যাপ্টেন !
তাদের হাড়গোড় হলে সমুদ্রের ধারেই পড়ে থাকত। তা ছাড়া, এই দ্যাখো একটা বর্শা। মনে হয়, এরা স্থানীয় বাসিন্দা, যুদ্ধে মারা পড়বার পর শত্রুরা এদের খেয়ে ফেলেছিল।
তার মানে এখানে নরখাদকরা বাস করত ?
এখনও করে কি না, সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন।
আরে, আমার জুতোর মধ্যে একটা নুড়ি ঢুকে গেছে !
তোমরা এগোও, আমি আসছি...
আরে, ওটা আবার কী ?...
একটা মূর্তি !
...কিন্তু...কিন্তু...
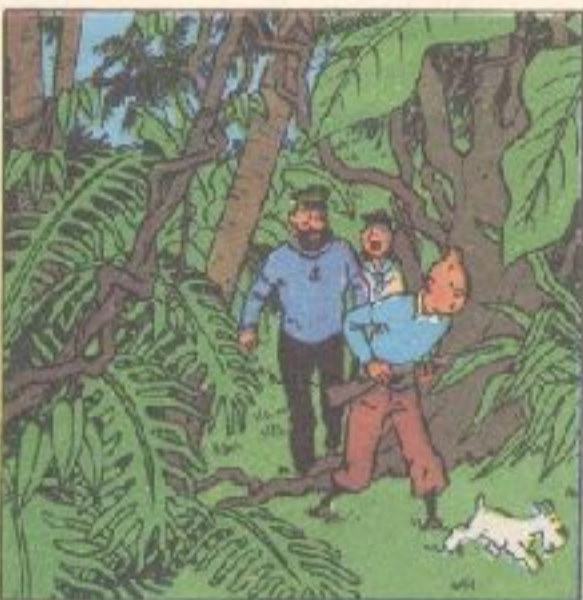
দেখতে যে অনেকটা স্যর ফ্রান্সিস হ্যাডকের মতো !

মুখখানা দ্যাখো ! যেন এখুনি বলে উঠবেন, "হুইস্কি লে আও !"

হু ই স্কি লে আ ও !

ব্যাপার কী ক্যাপ্টেন ?
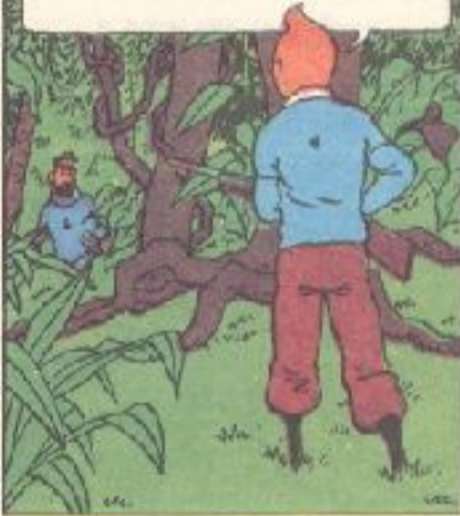
কে চেঁচাল ?
তার মানে? তুমি চেঁচাওনি?

না, আমি চেঁচাইনি । কিন্তু ও কী ?
তোমার পূর্বপুরুষের মূর্তি !

হুইস্কি লে আও !

কথাটা ওদিক থেকে আসছে !

কিন্তু কেউ তো নেই !

ক্যাপ্টেন, এটা ভু-ভু-ভুতুড়ে দ্বীপ ! চ-চলো, ফি-ফিরে যাই !
ঠি-ঠিক : চ-চলো, ফি-ফিরেই যাই !

বাঁদর...বেজি...গণ্ডার...জিরাফ

তুই বাঁদর-বেজি-গণ্ডার-জিরাফ !

পাজি...গণ্ডার...গুণ্ডাহাতি...সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয় !

জেব্রা...জিরাফ... জলহস্তী...

ওই দ্যাখো !...

বেবুন !
গিরগিটি !
বাঁদর !
হনুমান !

আরে, পাখি ?
হ্যাঁ ! এদের পূর্বপুরুষরা তোমার সেই পূর্বপুরুষের মুখের বুলি চটপট শিখে নিয়েছিল...তারপর বংশানুক্রমে সেই বুলি এরা আউড়ে যাচ্ছে !

উল্লুক...বেল্লিক... বোম্বেটে...ভাগ !

কী, আমি বোম্বেটে ?

দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি !

এই নারকোল দিয়ে তোর মাথা ফাটাব !

উঃ, রগে টান পড়েছে !
দাঁড়াও, মালিশ করে দিচ্ছি !

বন্দুকটা দাও তো...পাখির বংশ আজ ধ্বংস করে ছাড়ব !

আরে ক্যাপ্টেন, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব বিগড়ে গেল ?
বোম্বেটে !

পাখিগুলোকে বরং ক্ষমা করে দাও !
বেশ, তাই দিলুম।

আরে, আমার বন্দুকটা কোথায় গেল ?

এই তো, এইখানে রেখেছিলুম !
ঝোপের মধ্যে নেই তো ?

পেলে ?

নাঃ...একদম হাওয়া !
বাব্বাঃ ! তা হলে ?...

শ্‌শ্‌ ! শুনছ ?
একটা শব্দ !

হুপ্‌ ! হুপ্‌ ! হুপ্‌ !

হুপ্‌ ! হুপ্‌ !

বাঁদর ! ওরে হতভাগারা, বন্দুকটা ফিরিয়ে দে ?

না, না, ওভাবে হবে না ! ওদের ভয় দেখাতে হবে !

হ্যান্ডস আপ !...দুম...দুম... দুম !...
আরে, আরে, কী করছ ?

!

ভয় পেয়ে বন্দুক ফেলে পালাচ্ছে !

আর-একটু হলেই যে আমি মারা পড়তুম, সে-খেয়াল আছে ? উঃ, এ-যাত্রা টুপিটার ওপর দিয়ে গেল ! বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি !

যাক, এ-দ্বীপে জনমনিষ্যি নেই ! তা হলে কি এবারে জাহাজে ফিরে যাব ?
সেই ভাল !

আরে, একটা ব্যাপার তো ভুলেই গিয়েছিলুম !

ওই মূর্তিটা কি এখানেই ফেলে রেখে যাব ? ওটাও নিয়ে যাওয়া যাক !

এই সমুদ্র, এই বাতাস, ওই দ্বীপ...আহা, সবটাই যেন কবিতার মতো মধুর লাগছে...

ক্যাপ্টেন ! হাঙর !

বাপস্, আর-একটু হলেই আমার হাতখানা কেটে নিত !

আর-একটা হাঙর ! আর-একটা !

দাঁড়াও, বন্দুক চালিয়ে হাঙর মারব ।

বুঝলে ক্যাপ্টেন, অধ্যাপক ক্যালকুলাসের ওই যন্ত্রটা মনে হচ্ছে আমাদের কাজে লেগে যাবে...

পরদিন...

দেখো টিনটিন, বিপদ না ঘটে !
এটাকে কীভাবে চালাতে হয়, অধ্যাপক ক্যালকুলাস তো তা দেখিয়েই দিয়েছেন । তবে আর বিপদ ঘটবে কেন ?

দাঁড়াও...দাঁড়াও...

একটা কথা বলা হয়নি । প্যানেলের বাঁদিকে একটা লাল বোতাম আছে । জলের তলায় ধ্বংসাবশেষ দেখবামাত্র সেই বোতামটা টিপে দেবে । তা হলেই এই বোটের তলায় আটকানো একটা পাত্রের ঢাকনা খুলে গিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে থাকবে । আর আমরাও সেই ধোঁয়া দেখে বুঝব যে, তুমি ঠিক কোথায় আছ ।
লাল বোতাম তো ? ঠিক আছে ।

না না, লাল... লাল বোতাম । বুঝেছ ? আচ্ছা, গুডবাই !
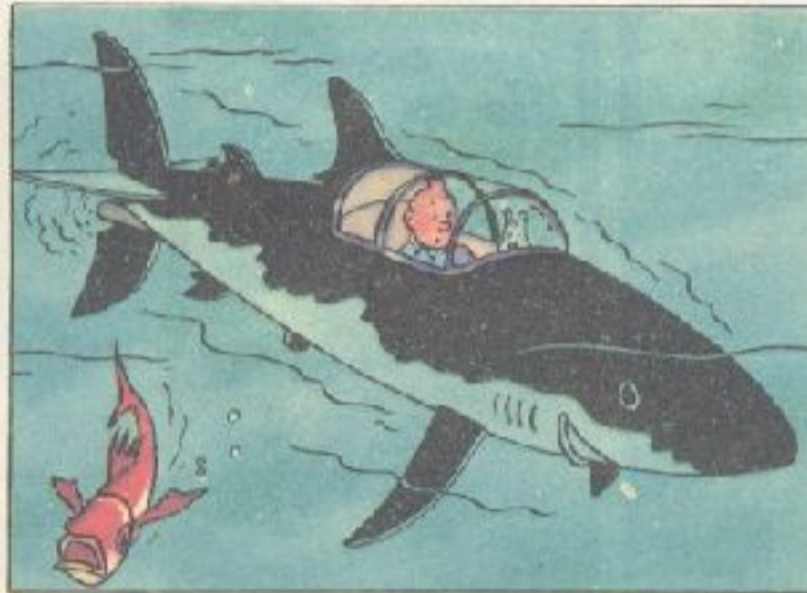
ডুব দিয়েছে !

কীরে কুট্টুস, দারুণ মজা, তাই না ?
বাস্‌রে, কত জল !
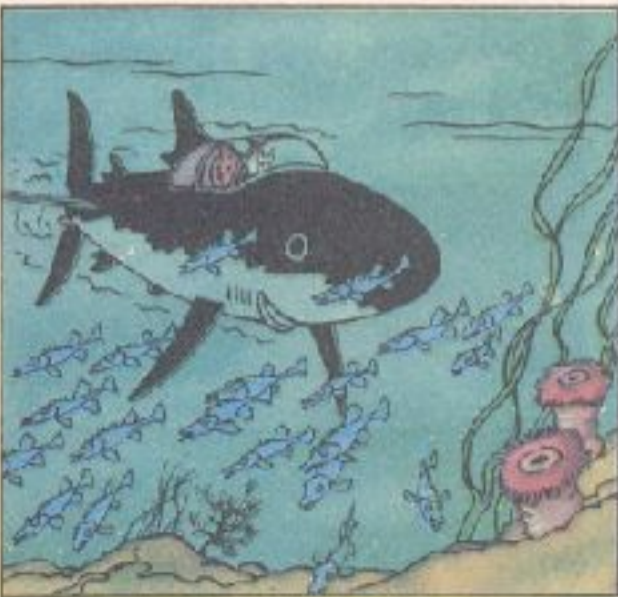
যন্ত্রটা নষ্ট হবার ভয় নেই তো ?
কষ্ট ? না না, কষ্ট হবে কেন, মাত্তর দশ মিনিট আগে ডুব দিয়েছে...

এ কী, ডিঙি তো আর এগোচ্ছে না... যাচ্চলে, ইঞ্জিনটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে !

?!
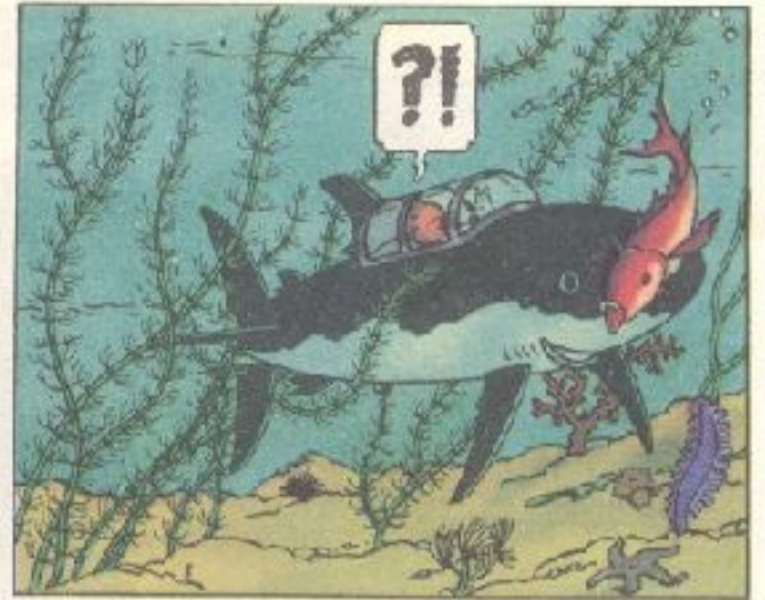
সর্বনাশ হয়েছে কুট্টুস ! ডিঙির প্রপেলার আগাছায় জড়িয়ে গেছে !

পিছনে চালিয়ে দেখি, আগাছার জাল ছেঁড়া যায় কি না...

অসম্ভব ! এ যে একেবারে 'নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু' অবস্থা হল !

তা হলে কুট্টুস এখন উপায় ?

এক কাজ করা যাক । বোতাম টিপে ধোঁয়া বার করি । তা হলে ওরা অন্তত বুঝবে যে, আমরা কোথায় আছি ।

ধোঁয়া বেরুচ্ছে !

দ্যাখো ! দ্যাখো ! ধোঁয়া ! টিনটিন নিশ্চয়ই ইউনিকর্নের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে !

দেখুন অধ্যাপক ! ধোঁয়া ! ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে !

আরে !

দ্যাখো ক্যাপ্টেন, দ্যাখো ! ধোঁয়া ! তার মানে ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে !

ভয় পাসনে কুট্টুস ! নিশ্চয় ওরা আমাদের উদ্ধার করতে আসবে !

ডিঙি নামাও...ওখানে একটা বয়া ফেলবার ব্যবস্থা করো !

এই নিন বয়া !

আর এই নিন জলের নীচে দেখতে পাবার যন্তর ।

ব্যাপার কী, টিনটিন এখনও উঠে আসছে না কেন ?
ঠিক ধরেছ, এককালে আমি মস্ত স্পোর্টসম্যান ছিলুম...

আর সেইজন্যেই আমার স্বাস্থ্য আজও এত ভাল...
যত্ত সব !

বুঝলে হে বাপু, যত হাঁটিবে, স্বাস্থ্য তত ভাল হবে ।

দেখা যাক্...

আরে ! ধ্বংসাবশেষ কোথায় ?...ওই তো টিনটিন !
দেখি...দেখি !

যাচ্ছলে, প্রপেলার আগাছায় আটকে গেছে ! এখন টিনটিনকে বাঁচাব কী করে ?
?

ক্যাপ্টেন, তুমি কিচ্ছু বোঝোনি ! ধ্বংসাবশেষ কোথায় ? ও তো টিনটিন ! উঠে আসতে পারছে না !

আপনার ওই বিদ্ঘুটে যন্তরে টিনটিনকে নীচে নামতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে !
দম বন্ধ হয়ে যাবে ? না না, দু ঘণ্টার মতো অক্সিজেন ছিল...মানে, যাচ্চলে, আর তো মাত্র দশ মিনিট ওতে চলবে !

উঃ, দম বন্ধ হয়ে আসছে...

কীভাবে এখন বাঁচাব টিনটিনকে ?
ডুবুরি নামাতে-নামাতে যে-সময় লাগবে, অতক্ষণ তো টিকবে না !

এক কাজ করা যাক ! নোঙর নামাও !
নোঙর ?
কেন ?

নোঙরটাকে ডিঙির গায়ে আটকে দিয়ে টেনে তুলব !

নামাও...নামাও...আরও নামাও...

নোঙর ! ট্যাঙ্ক খালি করে দিলে হয়তো খানিকটা ভেসে ওঠা যাবে...

বুঝেছে ! ট্যাঙ্ক খালি করে দিয়ে একটুখানি ভেসে উঠেছে ! নাও, টানো এবারে !

আটকেছে ! টেনে তুলছে ! বেঁচে যাব !

?

যাচ্চলে, ঠিকমতো আটকায়নি, ফশকে গেল ! আবার নোঙর নামাও ! আর-একটু ! হ্যাঁ, এবারে টেনে তোলো ! আস্তে...আস্তে...

শ্যাওলায় আটকে গেছে । টানো...টানো !

জোরসে টানো !
আমি কি বাঁশি বাজাচ্ছি নাকি ? প্রাণপণে টেনে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ না ?

SIRIUS
SIRIUS

SIRIUS

বাপস !
টাল সামলাতে পারিনি !
হাড়গোড়-টাঙর নেই তো ?

SIRIUS

বাতাস ! বাতাস ! আঃ !

টিনটিন বেঁচে আছে !
হিপ-হিপ হুররে !

যাক...ক্যাপ্টেন ফের ডিঙিতে উঠেছে... বয়াটা তুলে এনেছে...টিনটিন বেঁচে আছে...ওই আসছে তারা...

যাক, টিনটিন খুব বেঁচে গেছে !
না হে, তুমি কিছুই বোঝনি ! শ্যাওলায় আটকে গিয়েছিল !

এই দ্যাখো, শ্যাওলা !
বলেন কী ? আমি ভেবেছিলুম শ্যাওলা !

বাবা রে বাবা, ওই যন্তরে আমি আর ঢুকছি না !

বেশ, আমি আর কুট্টুস তা হলে এক্ষুনি ওই যন্তরে ঢুকে আবার জলে নামছি ।

আশা করি, এবারে আর কোনও বিপদ ঘটবে না !

বলব ?
নাকি বলব না ?

নাঃ,
বলে ফেলাই ভাল !

ক্যাপ্টেন, দুঃসংবাদ আছে !
দুঃসংবাদ ?

হ্যাঁ...আমার ধারণা, ইউনিকর্নকে এখানে পাওয়া যাবে না । এই দ্যাখো...
এটা আবার কী ?

এটা পেণ্ডুলাম ! এইটে দেখে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি...
স্রেফ এইটে দেখে ?

হ্যাঁ...আরও পশ্চিমে...এই দ্যাখো... পুব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে...

অর্থাৎ ইউনিকর্নের ধ্বংসাবশেষ আরও পশ্চিমে আছে ।
ওই দেখো ক্যাপ্টেন, ধোঁয়া !

যন্তরটাও ভেসে উঠেছে ! নিশ্চয়ই ইউনিকর্নকে খুঁজে পেয়েছে টিনটিন !

পেলে ?
পশ্চিমে...আরও পশ্চিমে...

হ্যাঁ, ধ্বংসাবশেষের দেখা পেয়েছি ! এবারে ডুবুরির পোশাক পরে নামব !

তোমার ভয় করছে না তো ?
আরে নাঃ ! যা যা বলেছ, ঠিক সেই অনুযায়ী সব করব !

উঠে আসতে হলে দড়িটা দুবার নাড়াবে । বিপদ ঘটলে ঘনঘন নাড়াবে ।
ঠিক আছে ।

পাম্প চালাও !
চালাচ্ছি !

?

ভৌ ! ভৌ !

ভৌ ! ভৌ !

পায়ের তলায় জমি পেয়েছে !

এই তা হলে
সেই জাহাজ

এ কী, আবার বাতাস বন্ধ হয়ে গেল কেন ?

আরে, তোমরা পাম্প করছ না যে ?
এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি !

ওরে হনুমানরা, পাম্প করতে থাক, টিনটিন নইলে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে যে !

যাক, আবার নিশ্বাস নিতে পারছি ! ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম !

কিন্তু ক্যাপ্টেন, ইউনিকর্ন তো এখানে নেই, টিনটিন তা হলে আবার জলে নামল কেন ?
হাডুডু খেলবার জন্যে ! কী, কিছু বুঝলেন ?

?

হাউ ডু ইউ ডু বলছে ? কাকে ?
দড়িতে দুবার টান পড়ল ! উঠে আসতে চায় ! নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে !

টানো রে জোয়ান, হেঁইয়ো !

ওই এসেছে !

হাতে ওগুলো কী ?

ওরেব্বাস, সোনার ক্রস, মুক্তো সেট করা ! একটা ছোরা ! দারুণ ব্যাপার !
শুরুটা ভালই হয়েছে, কী বলো ?

ক্যাপ্টেন তা হলে বলল কেন যে, হাউ ডু ইউ ডু বলবার জন্যে টিনটিন জলে নেমেছিল ?

হ্যাঁ, আরম্ভটা ভালই। কিন্তু পরে যা পাওয়া যাবে, তার তুলনায় এগুলি কিছুই নয়। এবারে আমি নিজেই নামব।

ও হ্যাঁ, মানে... হাঙর-টাঙর নেই তো ?
কই, আমি তো দেখিনি !

এই নাও তোমার হেলমেট
পরিয়ে দাও !

আরে, আরে লাগছে যে !
কেন, কী হল ?

দাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে দেখছ না ?
!

এবারে ঠিক আছে তো ?
হ্যাঁ। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, জনসন আর রনসন যাতে ঠিকমতো পাম্প চালায়, সেদিকে খেয়াল রেখো !

এবারে ঐশ্বর্য আবিষ্কার করব।

মিনিট কয়েক বাদে...
দড়িতে ঘনঘন টান পড়ছে !...বিপদের সংকেত

চটপট টেনে তোলো ! মনে হচ্ছে বিপদ ঘটেছে !

হাঙরে কামড়ে দেয়নি তো ?

ওই তো ক্যাপ্টেন !
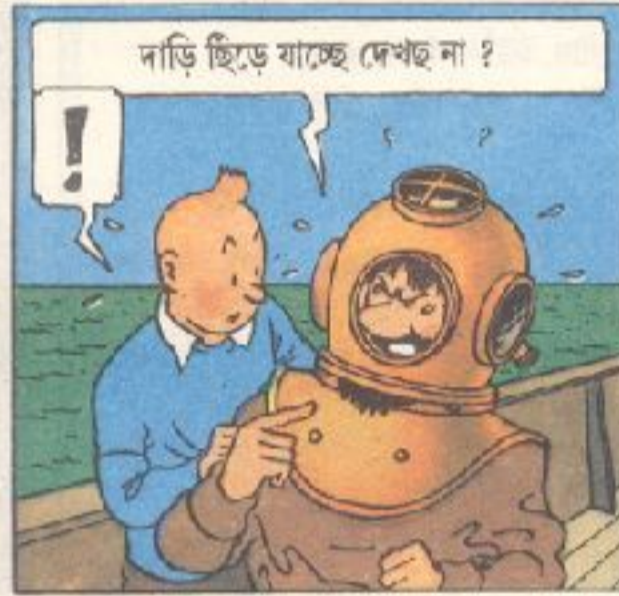
হাতে একটা বোতল !
কীসের বোতল !

হাহা জামাইকার রাম !
আড়াই শো বছরের পুরনো !
মনে হচ্ছে দারুণ জিনিস !

দারুণ ! এই নাও, তোমরাও একটু খেয়ে দ্যাখো ! ও, আর নেই বুঝি ? ঠিক আছে, এক্ষুনি আবার আমি জলে নামব ।

যাচ্চলে, হেলমেট না-পরেই জলে ঝাঁপ দিয়েছে !

ব্যাপার কী, হনুমান দুটো পাম্প করছেনা নাকি ?

পাম্প করছে ? তা হলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল কেন ?

তুমিই তো হেলমেট পরোনি ক্যাপ্টেন !
তাতে তোমার কী ! পাম্প করতে বলেছি, পাম্প করে যাও !

গা মুছবে কী করে ? আগে ডুবুরির পোশাকটা খোলো !
কেন, কেন, পোশাক খুলব কেন ? একটু জিরিয়ে...

আবার আমি জলে নামব !

পোশাক কেন খুলতে বলেছিলুম বুঝলে ? নাও, এসো...
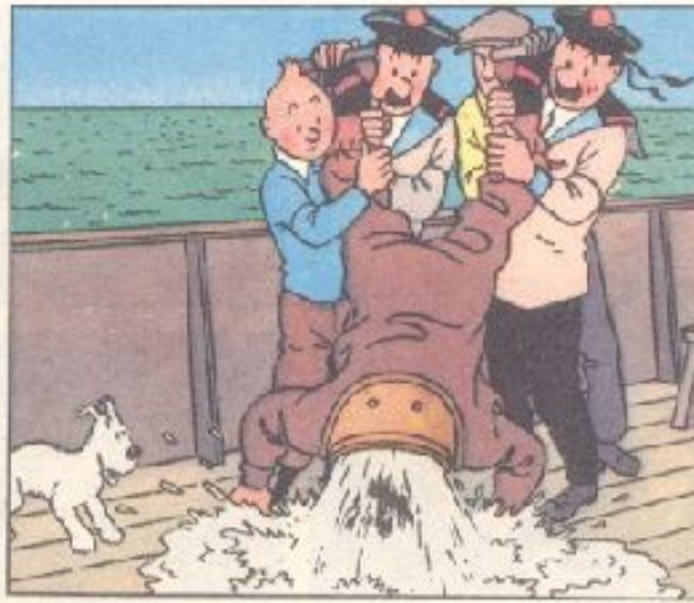
হ্যাঁ, ইচ্ছে হয় তো এখন আবার জলে নামতে পারো ! তবে হ্যাঁ, হেলমেটটা পরে নিতে ভুলো না !

তা হলে নামি ! আর হ্যাঁ, তোমরা পাম্প করতে থাকো। থামলে তোমাদের গর্দান নেব।
পাম্প তো করছিই।

দেখি এবারে কী নিয়ে উঠে আসে !

সেইদিন সন্ধ্যায়...

প্রথমে পাওয়া গেল ক্রস আর ছোরা, তারপরে রাম ! চমৎকার !
কিন্তু ঐশ্বর্যের খোঁজ এখনও মেলেনি !

কাল নিশ্চয় মিলবে ! কী বলেন প্রোফেসর ?
মনে হচ্ছে এটা রাম ! তাই না ?

শশশ !

এত রাত্তিরে ও কীসের শব্দ ? ইঁদুরের ?
চাকায় তেল না-থাকলে যেরকম শব্দ হয়, সেইরকম শব্দ !

চলো, দেখে আসা যাক !

আরে, ওরা এখনও পাম্প করে যাচ্ছে যে !

এ কী, এত রাত্তিরে তোমরা এখানে কী করছ ?
পাম্প চালিয়ে যাচ্ছি ! আপনিই তো বললেন যে, থামলে আমাদের গর্দান নেবেন !
হ্যাঁ, তা-ই তো আপনি তখন বললেন !
যাও, ঘুমিয়ে পড়ো, কাল তোমাদের ঘাম ছুটিয়ে ছাড়ব !
পরদিন সকালে...
কী জানি কেন মনে হচ্ছে যে, টিনটিন আজ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাবে ।
আবার রাম-এর বোতল । যাক, ক্যাপ্টেন এসে কুড়িয়ে নেবে ।
দেখা যাক, কী আছে এখানে !
একটা বাক্স ! কীসের বাক্স ? লাল-বোম্বেটের গুপ্তধন নয় তো ?
ওপরে উঠে খুলে দেখব !
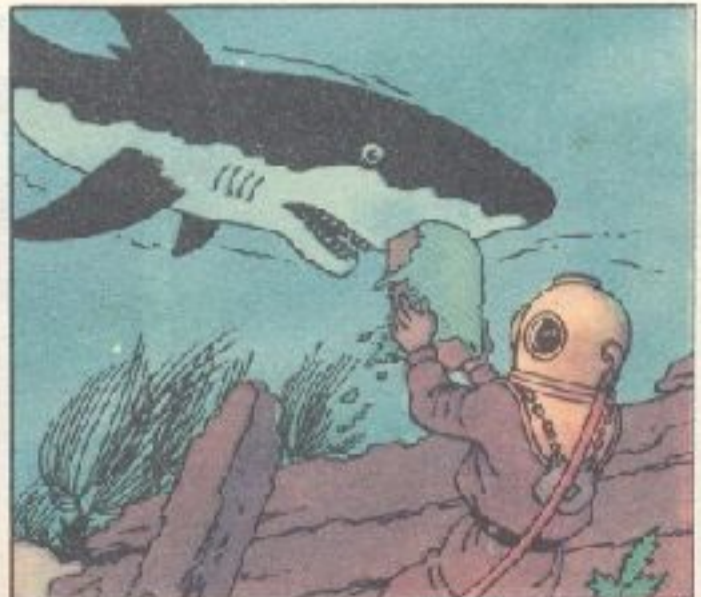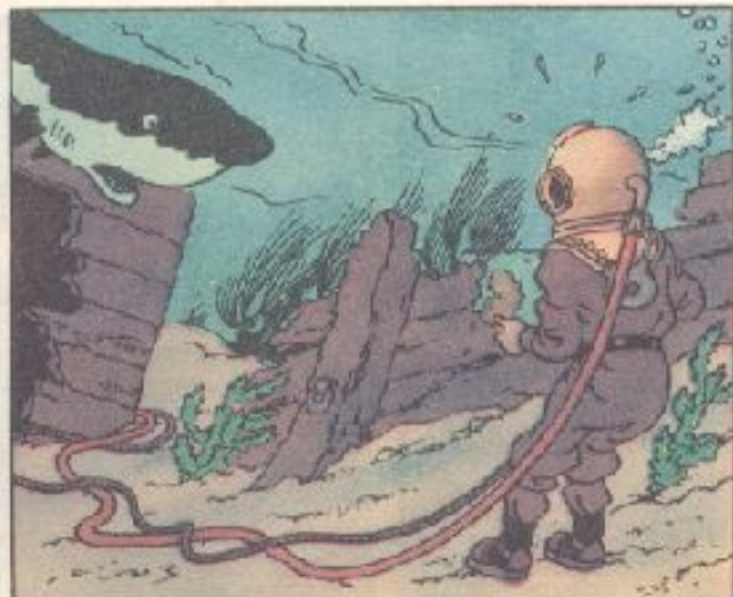
বাক্সটাকে কামড়ে ধরেছে !

গিলে ফেলল ! এবারে আমাকে গিলতে আসছে !

আবার আসছে ! উঃ, একটা অস্ত্র থাকলে ভাল হত !

দেখা যাক, বোতলটা কাজে লাগে কি না...

এইখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো যাক...

ওঃ, কী ঝাপটাখানাই না মারল !

বাতাসের নলটা ভাগ্যিস ছিঁড়ে যায়নি !

?

ও কী, অমন করছে কেন ?

মদের বোতলটা চিবিয়ে খেয়ে ওটাও কি মাতাল হয়ে গেল ? এই ফাঁকে বাক্সটা হাতাই...

দুটো টান...তার মানে উঠে আসতে চাইছে...

টানো...টানো...এবারে নিশ্চয়ই গুপ্তধনও উঠে আসছে !

এ কী ব্যাপার, টিনটিনের কি লেজ গজিয়ে গেল নাকি ?

?

উরেব্বাস, এ যে হাঙর ! কিন্তু হাঙর নিয়ে আমরা কী করব ?

টিনটিনকে জিজ্ঞেস করবেন ।
তা তো করব, এখন টিনটিনকে তোলবার জন্যে আর-একটা দড়ি নামিয়ে দাও !

ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই হাঙর দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে !

ব্যাপার কী, হাঙর ধরে পাঠিয়ে দিলে কেন ?
কেন পাঠিয়েছি, হাঙরটাকে কাটলেই তা বুঝবে ।
আজ আমরা হাঙরের পাখার স্যুপ খাব ।

মিনিট কয়েক বাদে...
ক্যাপ্টেন !...ক্যাপ্টেন...হাঙরের পেটের মধ্যে এই বাক্সটা ছিল !

হাহা, আমি জানতুম যে, আজ গুপ্তধন পাব ! লাল বোম্বেটের গুপ্তধন ।

এসো, আমার ঘরে এসো সব্বাই !

খোলা যাচ্ছে না ! মরচে ধরে গেছে !

এইটে দিয়ে চাড় দাও তো !

চাড় দিচ্ছি...শক্ত করে ধরে থাকো !

চাড় দাও...আরও জোরে চাড় দাও...

খুলেছে !
মড়াত

এ কী, এ তো গুপ্তধন নয় ! কী এগুলো ?

পুরনো দলিল ! নষ্ট হয়ে গেছে ! খসে পড়ছে !
পড়ুক ! এই জঞ্জাল নিয়ে আমি কী করব ?

ক্যাপ্টেন, এত মুষড়ে পড়ছ কেন ? আরও তল্লাশ চালাব !
তাতে লাভ কী ?

বুঝতে পেরেছি !...এগুলি

এগুলি হচ্ছে...পুরনো দলিল !
হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরনো দলিল !

নাঃ, লোকটা আমাকে পাগল করে ছাড়বে !

আরে, তুমি আবার কী করছ এখানে ?

আমি ? আমার সঙ্গী জলে নামছে তো, তাই তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি...না, না, চিন্তা কোরো না, তোমাদের দেখে-দেখে ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি...

আর পাম্পটা ? ওটা বুঝি নিজের থেকেই চলবে ?

পাম্প না-চালালে লোকটা দম বন্ধ হয়ে মরবে যে !

আরে ! ডেকের ওপরে ওটা কী ?

লোহা-লাগানো ভারী জুতো পরে নেয়নি ? তা হলে মাথা নীচের দিকে চলে যাবে যে !

পনেরো দিন বাদে...
আমরা সেই পাম্প করেই চলেছি !
করেই চলেছি !

আরে, তোমরা পাম্প করছ কেন ? টিনটিন তো জল থেকে উঠে এসেছে !

কী ? কিছু পেলে ?
কিচ্ছু না ! অনেক তল্লাশি করেও কিচ্ছু পেলুম না ?

ধুত ! কিচ্ছু পাওয়া যাবে না !
এত অধৈর্য হচ্ছ কেন !

দ্যাখো তো, ওই ক্রসটা কীসের ?

ক্রস ? ক্রস আবার কোথায় ?
না, না, একটা ক্রস ! ওই দ্বীপে !

তাই নয় কি ?

প্রোফেসর ক্যালকুলাস ঠিকই বলেছেন ক্যাপ্টেন ! সত্যিই ওই দ্বীপে একটা ক্রস রয়েছে !
ক্রস ? সত্যি ?
কী ? ঠিক বলিনি ?

আরে, সত্যিই তো একটা ক্রস ?
অথচ আমার একটা ক্রস বলেই তো মনে হল !

হিপ-হিপ-হুররে ! হিপ-হিপ-হুররে ! বুঝেছি !
?

প্রোফেসর ক্যালকুলাস, আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন !

আসুন, আমরা নাচি ! সারা রাত নাচব !

ক্যাপ্টেন !...কোদাল নাও ! গাঁইতি নাও ! আবার দ্বীপে যাব !

স্যার ফ্রান্সিস হ্যাডকের চিরকুটের সেই নির্দেশ মনে আছে ? সেই ঈগল ক্রস ?
আরে, তাই তো !

জনসন ! রনসন ! গাঁইতি নাও ! কোদাল নাও ! ডিঙি ভাসাও ! এখুনি !

প্রোফেসর ক্যালকুলাস ! আপনি ধন্য !
কী ?
আমি বন্য ?

না, না, আপনি বন্য হবেন কেন ? আপনি ধন্য !
কিন্তু ক্রস বলেই তো আমার মনে হল !
একশো বার ক্রস ! হাজার বার ক্রস !
তবু বলছেন ক্রস নয় ?
নেবুন ! পাজি ! গাধা !
কেমন আছো হে বন্ধুরা ?
এসো ! দেখে যাও !
দ্যাখো সবাই, এই সেই ক্রস !!
কী, এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো ?
আরে, এই দাগগুলো কীসের ?
তারিখের । রবিনসন ক্রুশোর মতো তোমার পূর্বপুরুষও দাগ দিয়ে দিয়ে দিনের হিসেব রেখেছিলেন । বড় দাগগুলোর অর্থ রবিবার ।
কাজে হাত লাগাও ! সব্বাইকে ইনাম দেব !
কী ব্যাপার ? কিছু খুঁজছ নাকি ?
ধেত্তেরি ! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পেন্ডুলাম না-দুলিয়ে আপনিও এসে কাজে হাত লাগান তো !
পশ্চিমে...হ্যাঁ, আরও পশ্চিমে !

কী খুঁজছে ওরা ?

নাঃ, সম্ভব নয় !
কী সম্ভব নয় ?

এখানে সেই গুপ্তধন থাকা সম্ভব নয় !
কেন ? কেন ?

ভেবে দ্যাখো, গুপ্তধনের সন্ধান পেলে তুমি কী করতে ? এখানে পুঁতে রেখে বাড়ি ফিরতে ? নাকি গুপ্তধন সঙ্গে নিয়ে যেতে ?
তা হলে ?

হয়তো গুপ্তধন তিনি পাননি...আজও তা হয়তো জলের তলাতেই রয়েছে...
আর ওই হতচ্ছাড়া প্রোফেসর ভুল নিশানা দেখিয়ে আমাদের ঘুরিয়ে মারলে ?

কী ? কথা বলছেন না কেন ?
পশ্চিমে...আরও পশ্চিমে...

দাঁড়ান...পশ্চিম কাকে বলে দেখাচ্ছি !

এ কী !

আপনার পেণ্ডুলামটাকে পশ্চিমে পাঠিয়ে দিলুম ! যত্ত সব !

ভৌ ! ভৌ !

লাথি মেরে এই ঘোড়ার ডিমের পেণ্ডুলামটাকে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয় !

বাস, আর কেউ যেন কখনো এই পেণ্ডুলামের কথা আমাকে না বলে !

রেগে গেছে !

আহা, কুট্টুস কী ভাল !
না কুট্টুস, এখন আর খেলা নয় !
ক্যাপ্টেনকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন ? ব্যাপার কী ?
মানিকজোড় কোথায় গেল ?
কী জানি ! ডাকো তো !
জনসন !
রনসন !
না, না, চিন্তা কোরো না, কুট্টুস এটা আবার ফিরিয়ে এনেছে !
না না, আর আমার সহ্য হচ্ছে না !
ক্যাপ্টেন !
ক্যাপ্টেন !
হাত না-চালালে আমার রাগ পড়বে না !
ওরেব্বাবা, আকাশ ভেঙে পড়ল নাকি ?

একটু বোসো ক্যাপ্টেন । আমি বরং দেখি যে, ওরা কোথায় গেল !
বেশ ।

কোথায় গেল মানিকজোড় !

টিনটিনকে কোথায় পাঠালে ?
পশ্চিমে ।

গলা শুনতে পাচ্ছি ! ওই তো...

আরে, কী করছ তোমরা ?
গর্তটা বুজিয়ে দিচ্ছি, পাছে কেউ আছাড় খায় ।
...

পরদিন...
ব্যাপার কী, আবার তুমি জলে নামতে চাও ?
আর কটা দিন দেখি । আজ তো ন-তারিখ । পনেরো-তারিখ পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে যদি কিছু না পাই তো বাড়ি ফিরে যাব ।

বেশ, যা ভাল বোঝো...
ধনরত্ন না পাই তো কিছু ধ্বংসাবশেষ অন্তত তুলে আনব । এই যেমন ইউনিকর্ন জাহাজের সামনের সেই কাঠের মূর্তিটা...

আবার পাম্প চালাবার কাজ !
ধুত, এই গাধা-খাটুনি আর ভাল্লাগে না ! ঘেন্না ধরে গেল !

ক্যালকুলাসের আজ দেখাই পেলুম না । ব্যাপার কী ? অসুস্থ হয়ে পড়ল ?

10
THURSDAY

11
FRIDAY
তিনদিন ধরে ক্যালকুলাসের দেখা পাচ্ছি না ! আশ্চর্য !

12
SATURDAY

13
SUNDAY
নাঃ, কিছু পেলুম না !

14
MONDAY

15
TUESDAY

?

ব্যাপার কী ? জাহাজ চলছে বলে মনে হচ্ছে !

যাই, একবার খোঁজ করা যাক ।
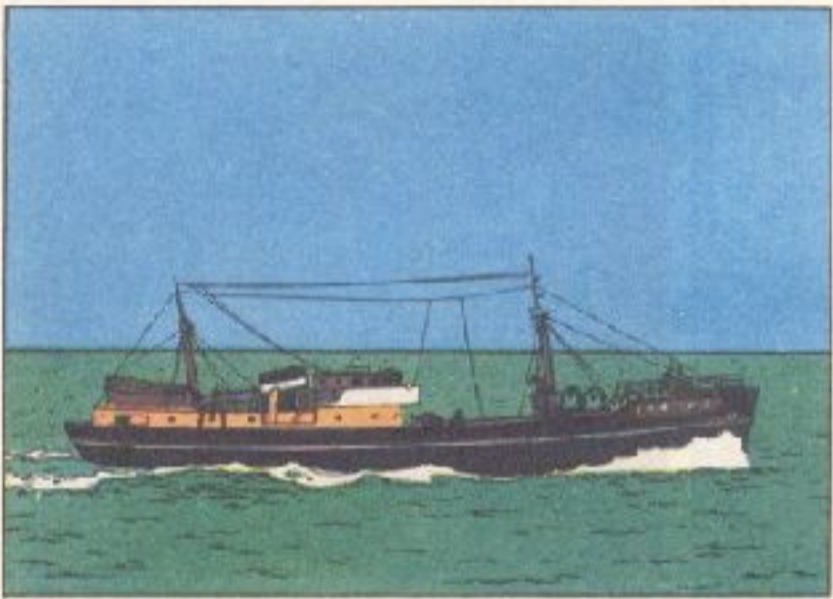
মন খারাপ কোরো না, ক্যাপ্টেন ! আমরা তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি ।

ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন ! জাহাজ চলছে ।
না-চলে যদি নাচত, তা হলে আপনি খুশি হতেন ?

যাক, তা হলে তুমি বুঝেছ যে, ইউনিকর্ন এখানে নেই, পশ্চিমে আছে, কেমন ?

উঃ, আর পারা যায় না ! আসুন আমার সঙ্গে !

কী মনে হয় এটাকে ? ইউনিকর্ন জাহাজ থেকে এটা তুলে এনেছি, বুঝলেন ?

তাই তো ! তা হলে ? পেন্ডুলাম তা হলে পশ্চিমে দুলল কেন ? আশ্চর্য !

16 WEDNESDAY
17 THURSDAY
18 FRIDAY
19 SATURDAY
20 SUNDAY
21 MONDAY
22 TUESDAY

রিরিরিরিরিং
রিরিরিরিং
JULY
23

হ্যাঁ...ডেলি রিপোর্টার... কী বললে ? সিরিয়াস বন্দরে ভিড়েছে ? ঠিক তো ?... আচ্ছা, এখুনি লোক পাঠাচ্ছি !

কে, রোজার্স ?......এখুনি বন্দরে যাও...সিরিয়াস ফিরেছে...ভাল একটা স্টোরি চাই, বুঝলে ?

তা হলে আসি ক্যাপ্টেন । কাল বরং লোক পাঠিয়ে আমার ডুবোজাহাজটা নেব, কেমন ?
বেশ, তাই করবেন !

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ । অনেক করেছ তুমি আমার জন্যে ।
আরে না না, কী আর করেছি !

ওঃ, তোমার ভদ্রতার কথা চিরকাল আমি মনে রাখব ।
আমিও

ধপ !

তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়েছি !

আমি হচ্ছি ডেলি রিপোর্টার পত্রিকার কেন্ রোজার্স ।
আপনার কাগজেই তো আমাদের যাত্রার খবর ফাঁস হয়েছিল, তাই না ?

তা হয়েছিল । কিন্তু এবারে আমরা মস্ত খবর ছাপব । কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি ?
নিশ্চয়......নিশ্চয় !

তবে কিনা আমি একটু ব্যস্ত, তাই আমার সেক্রেটারি মিঃ ক্যালকুলাস আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন ।
কী ব্যাপার !

আচ্ছা মিঃ ক্যালকুলাস, অনেক মণিমুক্তা পেয়েছেন নিশ্চয় ?
নিশ্চয় !

সেগুলি বুঝি ওই সুটকেসেই বোঝাই করে রেখেছেন ?
ধন্যবাদ, এটা আমি নিজেই বইতে পারব !

এবারে বলুন, ঠিক কী কী পেয়েছেন ?
অ্যাঁ, বলেন কী ?

আরে মশাই, হিরে-মুক্তা কী কী পেলেন, সব বলুন !
সত্যি বলছি, আমি নিজেই এটা বইতে পারব ।

মিঃ ক্যালকুলাস, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...
আর হ্যাঁ, একটা পরামর্শ দিচ্ছি, কেউ জানতে না পারে !

কী, বুঝলেন তো ? আচ্ছা চলি !

ক্যাপ্টেন, কাজ শেষ, আমরা চলি । শুধু মনে রেখো, আমরা ছিলুম বলেই ম্যাক্স বার্ড তোমাদের ওপর হামলা করতে সাহস পায়নি ।
তা হলে তোমরা বাড়ি যাচ্ছ ?

না, ঠিক তা নয়, পাম্প করতে-করতে হয়রান হয়ে গিয়েছিলুম তো, তাই গ্রামের দিকে আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দিনকয়েক একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেব ।
বাঃ, সে তো ভালই !

যাক বাবা, আর পাম্প চালাতে হবে না !
উঃ আর না !

ছোলা ভাঙা শেষ করো, তারপর বিচালি কাটতে হবে !

দিন কয়েক বাদে...

সুপ্রভাত, টিনটিন !
আরে, প্রোফেসর যে ! কী খবর ?

ও, তাই বুঝি ? তা আমি সেই দলিলগুলো নিয়ে এসেছি ।
দলিল ? কীসের দলিল ?

আরে না, আমি বলছি দলিলের কথা ! সমুদ্রের তলায় পাওয়া বাক্সের মধ্যে যা পেয়েছিলে, সেই ছেঁড়া দলিল । আমি সেগুলো জোড়া লাগিয়েছি । এই দ্যাখো !

ক্যাপ্টেন বোধহয় এটা দেখলে খুশিই হবে, কী বলো ?
আরে ! আশ্চর্য ! অদ্ভুত !

শিগগির চলুন ক্যাপ্টেনের কাছে !

সার ফ্র্যান্সিস হ্যাডককে পুরস্কার দিতে মনস্থ করিয়া ইংলন্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লস...
আরেব্বাস রে !
পড়ো, পড়ো, সবটা পড়ো....

সার ফ্রান্সিস হ্যাডককে পুরস্কার দিতে মনস্থ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লস...

আরেব্বাস ! এ যে মার্লিনস্পাইক হল ! আমাদের পারিবারিক বাড়ি ! আশ্চর্য ! অদ্ভুত !

কিন্তু সবটা তো তোমরা জানো না ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি !

এহ নাও দ্যাখো !

এখন তা হলে কী করা ?

জেমস বিস্রাপ অ্যাণ্ড কোং
নিলাম ! নিলাম !
শনিবার ৯ আগস্ট
মার্লিনস্পাইক হল আগামী ৯ আগস্ট নিলামে বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

বাঃ, এ তো সোজা ব্যাপার ! তোমাদের পারিবারিক বাড়ি যখন বিক্রি হতে চলেছে, তখন তোমাকেই সেটা কিনতে হবে !
কিনব ? টাকা কোথায় ?

তাই তো, কিছু টাকা তো দরকার !
উঃ সেই গুপ্তধন যদি পাওয়া যেত !

কাগজটা দেখব ?
হ্যাঁ !

!

ক্যাপ্টেন, মার্লিনস্পাইক হল নিলামে বিক্রি হচ্ছে। আমরা কিনে নেব।
তাই বুঝি ?

কিনব তো, কিন্তু টাকা কোথায় ? কোথায় পাব টাকা ?
টাকা ? কত টাকা চাই ?

আমার কিছু টাকা আছে ।
সে তো খুবই ভাল কথা । কিন্তু আমার যে টাকা নেই ।

সাবমেরিনের পেটেন্ট বিক্রি করে সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়েছি । চলো, সেই টাকা দিয়েই বাড়িটা আমরা কিনে নেব ।

HOUSE
FOR
SALE

This
HOUSE
is not
FOR
LE

যাক, গুপ্তধন না-ই মিলুক, তোমার পূর্বপুরুষের বাড়িটা তুমি ফিরে পেয়েছ, এই বা মন্দ কী !

দারুণ বাড়ি !
এখনও তো সবটা দ্যাখোনি !

এই ঘর থেকে তোমাকে টেলিফোন করেছিলুম !
তাই নাকি ?

শ্‌শ্‌শ্‌

মনে হল কার যেন পায়ের শব্দ !
বটে ?

বাড়িটা তো ভালই ! কিন্তু মদের কুঠুরিটা কোথায় ?
এই তো, এদিকে...

দ্যাখো ক্যাপ্টেন !
আরেব্বাস রে !
পুরনো আমলের যত সব জিনিস !
গুণ্ডারা এটাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করত !
এই দ্যাখো,
সেন্ট জন দি এভানজেলিস্টের মূর্তি !
কী ভাবছ ?
অবিশ্বাস্য !
সত্যিই যেন পায়ের শব্দ শুনলুম !
থেমে গেছে ! কার পায়ের শব্দ ?
কার ?
কী ভাবছ ? কথা বলছ না কেন ?
হুররে !
ঈগল ক্রস ! ঈগল ক্রস !
ক্রস তো দেখছি ! কিন্তু ঈগল কোথায় ?
ওই তো তোমার সামনে !
সেন্ট জন দি এভানজেলিস্টের সঙ্গে ঈগল থাকেই। তাকে বলাই হয় প্যাটামস দ্বীপের ঈগল !
একটা গ্লোব রয়েছে !
ঈগলও রয়েছে !
ঠিক বলেছ !

গ্লোবের উপরে এই দ্যাখো সেই জায়গাটা, যেখানে আমরা গিয়েছিলুম !...আরে, আঙুল দিয়ে টিপতেই দ্বীপটা নড়ে উঠল যে !

?

!?
!?

গুপ্তধন ! লাল বোম্বেটের গুপ্তধন !

পেয়েছি ! গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি ! দ্যাখো...দ্যাখো !

তার মানে সার ফ্রান্সিস হ্যাডক যখন ইউনিকর্ন ছেড়ে আসেন, তখন গুপ্তধন তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ! আর আমরা কিনা তারই খোঁজে সাতসমুদ্র পাড়ি দিলুম !

হিরে ! পান্না ! মুক্তো ! চুনি ! ওরে বাবা, এ যে সাত রাজার ধন !

শ্‌শ্‌শ্‌ !...শব্দটা শুনলে ?
হ্যাঁ.....

কে যেন আসছে... এই দিকেই আসছে...

যাচ্চলে, হাতে যে একটা লাঠিও আমাদের নেই !
নিয়ে আসছি !
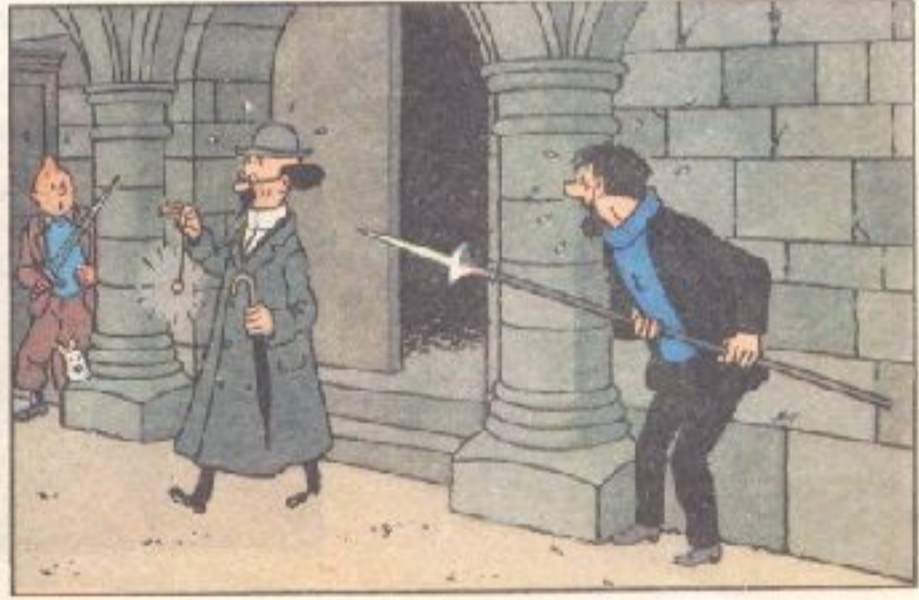
ইউনিকর্ন - প্রদর্শনী
মার্লিনস্পাইক হল

সব ভাল যার শেষ ভাল : তাই না ?
কী ? পশ্চিমে যেতে বলেছিলুম কি না ?